উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

বর্ষ ২
সংখ্যা ২
এপ্রিল-জুন ২০০৩

'অব্যাহত শিক্ষার ধারণায়ন' শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা

মৌলিক অধিকার হলেও আর্থ-সামাজিক কারণে শিশুর শিক্ষাচর্চা ব্যাহত হচ্ছে

অব্যাহত শিক্ষার ধারণায়ণ শীর্ষক এক সেমিনারে বক্তারা বলেছেন, শিক্ষা শিশুর মৌলিক অধিকার হলেও আমাদের আর্থ-সামাজিক ও অন্যান্য কারণে তা নানাভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে শিশুর ঝরে পড়া রোধ এবং তার শিক্ষা চর্চা অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়োজন অব্যাহত শিক্ষা।

বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল এবং ঢাকাস্থ গণস্বাক্ষরতা অভিযানের যৌথ উদ্যোগে গত ১৬ জুন সোমবার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ মিলনায়তনে আয়োজিত সেমিনারে বক্তারা এ কথা বলেন। ঘাসফুলের প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরাণের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রামের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার শেখ মহব্বত উল্যাহ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ড: লিয়াকত আলী খান, গণস্বাক্ষরতা অভিযানের উপ-কার্যক্রম ব্যবস্থাপক শ্যামল সাহা, ইউসেপের বিভাগীয় সমন্বয়কারী আবুল বশর প্রমুখ। ঘাসফুলের শিক্ষা বিভাগের সমন্বয়কারী সাইফউদ্দিন আহমদ 'চট্টগ্রামের শিক্ষা কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংস্থার প্রোগ্রাম অফিসার শাহাব উদ্দিন নীপু।

মূল প্রবন্ধে বলা হয়, মৌলিক শিক্ষা লাভের পর অর্জিত শিক্ষাকে ধরে রাখতে হলে বা তাকে আরো বিকশিত করতে হলে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন অব্যাহত শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর কারো শিক্ষা চর্চা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে অর্জিত শিক্ষা ভুলে যাওয়ার আশঙ্কাই বেশী। তাই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে অব্যাহত শিক্ষার প্রয়োজন আজ ব্যাপকভাবে উপলব্ধ হচ্ছে।

প্রধান অতিথি শেখ মহব্বত উল্যাহ বলেন, মানুষের জীবনের এবং অন্য প্রাণীর জীবনের মৌলিক তফাৎ হলো-মানুষ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে ভাল ভাবে বাঁচতে চায়। আর জ্ঞানকে শানিত করার জন্য দরকার শিক্ষা। তিনি বলেন, সরকার দীর্ঘ দিন ধরে সাক্ষরতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছে। কিন্তু এখন কেবল সাক্ষর হলেই নয়, বুঝে পড়তে পারা, ভাব প্রকাশ করে লিখতে পারা, দৈনন্দিন হিসাব-নিকাশ লিখে রাখতে পারার উপর জোর দিচ্ছে। অর্থাৎ, সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থাও এখন অব্যাহত শিক্ষার দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন চট্টগ্রামের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার শেখ মহব্বত উল্যাহ ও অন্যান্য অতিথি

সভাপতির বক্তব্যে মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরান বলেন, সমাজের হতদরিদ্র ও প্রান্তিক শিশুদের মৌলিক অধিকার হিসেবে শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ঘাসফুল কাজ করছে। ঘাসফুলের দু'টি উন্নয়ন কেন্দ্র আছে যেখানে মূলত: অব্যাহত শিক্ষার চর্চা হচ্ছে।

সেমিনারের ২য় পর্বে উপস্থাপিত মূল প্রবন্ধের উপর উন্মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সাক্ষরতা, অনুসারক শিক্ষা ও অব্যাহত শিক্ষার বিষয়ে বক্তারা আলোচনা করেন এবং বিভিন্ন সুপারিশমালা তুলে ধরেন। এ পর্বে আলোচনায় অংশ নেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ও ঘাসফুলের উপদেষ্টা কমিটির সদস্য ডা: মঈনুল ইসলাম মাহমুদ, ম্যাজিস্ট্রেট মহিউদ্দিন খান, মহিলা কমিশনার সৈয়দা রেহানা কবির রানু, ব্লাস্ট চট্টগ্রামের সমন্বয়কারী এডভোকেট রেজাউল করিম চৌধুরী, ডবলমুরিং থানা শিক্ষা অফিসার রবিউল হোসেন, সিডব্লিউএফডি চট্টগ্রামের প্রকল্প ব্যবস্থাপক কাবেরী বল, ঘাসফুলের লাইভলীহুড বিভাগের সমন্বয়কারী সাখাওয়াত হোসেনসহ বিভিন্ন শিক্ষক প্রতিনিধি, সাংবাদিক, আইনজীবী, এনজিও প্রতিনিধি প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, শিক্ষা চর্চা অবিচ্ছিন্ন রাখতে এবং যারা শিক্ষা বঞ্চিত এমনকি বয়স্ক হলেও তাদের শিক্ষা চলমান রাখতে অব্যাহত শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। তবে, শিক্ষা ক্ষেত্রে নানা ধরনের পদ্ধতি প্রচলিত থাকায় বৈষম্য তৈরী হচ্ছে। এ সব বৈষম্যের উর্ধে উঠে বক্তারা অব্যাহত শিক্ষার উপর জোর দেন।

হাটহাজারীতে ঘাসফুলের আগমনকে স্বাগত জানালো এলাকাবাসী

হাটহাজারী থানার গুমানমর্দন ইউনিয়নে ঘাসফুল সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম শুরু করতে যাচ্ছে। গত ২২ মার্চ সাদেক নগরে আয়োজিত কমিউনিটি সভায় এলাকাবাসীদের চাহিদার প্রেক্ষিতে ঘাসফুল এলাকা বর্ধিতকরণের এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সাজেদা সিরাজ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ও ঘাসফুলের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই কমিউনিটি সভায় সভাপতিত্ব করেন ঘাসফুলের ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক মফিজুর রহমান। গুমানমর্দন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হাশেম এতে প্রধান অতিথি ছিলেন। সম্মানিত অতিথি হিসেবে এতে বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক কেশব বড়ুয়া, মহিলা ইউপি সদস্য কোহিনুর আক্তার, ডা. নুরুল আবছার, আনোয়ারুল আলম চৌধুরী, আকবর হায়দার, মুজিবুর রহমান, জানে আলম, মুছা চৌধুরী প্রমুখ। পুরো অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন ঘাসফুলের গভর্নেন্স, এডভোকেসি, রিপোর্টিং ও পাবলিকেশন বিভাগের প্রোগ্রাম অফিসার শাহাব উদ্দিন নীপু।

বক্তারা বলেন, হাটহাজারী উপজেলার দরিদ্রতম এলাকাসমূহের অন্যতম হলো গুমান মর্দন। এখানকার যুব সমাজ বেকার, মানুষের আয়-

(পৃষ্ঠা ২-এ দেখুন)

অন্য পাতায়

সম্পাদকীয় / ভ্রমণ	৩
কেস স্টাডি	৪
সংবাদ	২, ৪, ৫ ও ৬

রিক্সা ও টেক্সি চালকদের এইডস ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে ডা. সিরাজুল ইসলাম

পরিবার থেকে রাষ্ট্র-সর্বত্রই এইডসের প্রভাব পড়ে

বিশিষ্ট এইডস বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. এ কিউ এম সিরাজুল ইসলাম বলেছেন, এইডের প্রভাব কেবল আক্রান্ত ব্যক্তির পরিবারে নয়, এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব রাষ্ট্র পর্যন্ত বিস্তৃত। তিনি গত ১৯ জুন ঘাসফুল মিলনায়তনে এসটিডি, এইচআইভি/এইডস বিষয়ে পরিবহন চালক ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছিলেন।

সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজের চর্ম ও যৌন রোগ বিভাগের প্রধান অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম আরো বলেন, আমাদের মতো গরিব দেশে একজন শ্রমজীবী মানুষ যখন যৌনরোগ বা এইডসে আক্রান্ত হয়ে কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তখন তার সরাসরি প্রভাব পড়ে আক্রান্ত ব্যক্তির পরিবারে। পরিবার থেকে রাষ্ট্রে। উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়, আয় কমে যায়, রাষ্ট্র দরিদ্র থেকে আরো দরিদ্র হতে থাকে। তিনি বলেন, আমাদের প্রত্যেকের উচিত নিজের জীবনকে রক্ষা করা। এ সময় তিনি এইডের লক্ষণ ও এইডস আক্রান্তের মানবাধিকার নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেন।

বক্তব্য রাখছেন অধ্যাপক ডা. এ কিউ এম সিরাজুল ইসলাম

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন সুরক্ষার প্রোগ্রাম অফিসার মহিউদ্দিন হাফিজ। তিনি বলেন, এইচআইভি সম্পর্কে আমাদের জানা প্রয়োজন; কেননা এটা হলো বন্ধুবেশী শত্রু, যে কোনো সময় ধ্বংস করবে পরিবার ও সমাজ। যাদের যৌন রোগ রয়েছে তাদের মধ্যে এইচআইভি ছড়ানোর আশঙ্কা বেশী থাকে বলে তিনি জানান।

অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের সমন্বয়কারী ডা. সায়েমা আক্তার বলেন, ঘাসফুল দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষদের মধ্যে এইডস বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করে আসছে। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই সর্বনাশা ব্যাধির বিস্তার রোধ করা সম্ভব বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সমাপনী বক্তব্যে সংস্থার ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক মফিজুর রহমান বলেন, সমাজ পরিবর্তন ও সামাজিক শুদ্ধতার চলমান আন্দোলনে বড় ভূমিকা রাখতে পারেন পরিবহন চালকরা। কাজের প্রয়োজনে তাদের আত্মীয় ও পরিচিত অঙ্গন ছেড়ে নানা স্থানে ঘুরে বেড়াতে হয় বলে তাদের বিপদগামীতার শঙ্কা থাকে বেশী। তিনি বলেন, এ জন্য পরিবহন চালকদের মধ্যে সচেতনতা তৈরী ঘাসফুলের এইডস বিষয়ক কাজের অন্যতম লক্ষ্য।

ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে ৩০ জন রিক্সা ও টেক্সি চালক উপস্থিত ছিলেন এবং তারা এতে প্রাপ্ত বার্তাসমূহ তাদের সহকর্মী ও পরিচিতদের মাঝে ছড়িয়ে দেবে বলে অঙ্গীকার করেছেন। এছাড়া আগ্রাবাদ বেপারীপাড়াস্থ ইয়ং সোসাইটি ক্লাবে গত ২৬ এপ্রিল অনুরূপ এক ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়।

প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের নিয়মিত কার্যক্রম

স্থায়ী ও স্যাটেলাইট ক্লিনিক ঃ এপ্রিল-জুন তিন মাসে স্থায়ী ক্লিনিকের ৩০ টি সেশন ও স্যাটেলাইট ক্লিনিকের ৩৬ টি সেশনে মোট ২,৩৫১ জনকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে। এদের প্রায় সকলেই নারী। এই নারীদের মধ্যে ৭৮৪ জন আসেন প্রসব পূর্ব সেবা গ্রহণ এবং ৫০৪ জন প্রসব পরবর্তী সেবা নেয়ার জন্য। বাকীরা ছিলেন সাধারণ রোগী।

টিকা ও টিটি ঃ এ সময়ে ১৩৮৭ জন উপকারভোগী ঘাসফুল থেকে টিকা গ্রহণ করেছে যাদের ১০৮৭ জন নারী ও বাকী ৩০০ জন পুরুষ। এছাড়া, ইপিআই-এর অধীনে ৪৮৩ জন শিশুকে ৬ টি মারাত্মক রোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ডিটিপি দেয়া হয়। অন্যদিকে, ধনুষ্টংকারের মতো মারাত্মক রোগ থেকে রক্ষার লক্ষ্যে ১৪-৪৯ বছর বয়সী নারীদের টিটি ইনজেকশন নিয়েছেন ৯০৪ জন উপকারভোগী।

পরিবার পরিকল্পনা ঃ এ তিন মাসে ২৬২৯ জন পরিবার পরিকল্পনা সেবা গ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে ৭০১ জন পুরুষ এবং ১৯২৮ জন নারী। অন্যদিকে, স্থায়ী জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি হিসেবে লাইগেশন করিয়েছেন ৯ জন নারী।

নিরাপদ প্রসব : ঘাসফুলের ৫৫ জন টিবিএ-র অন্যতম কাজ হলো শিশু প্রসবে সহায়তা বা জটিল গর্ভবতীকে হাসপাতালে যেতে সহায়তা দেয়া। এ সময়ে ঘাসফুলের প্রশিক্ষিত ধাত্রীদের সহায়তায় ৪৪৮ জন শিশুর জন্ম হয়েছে।

গার্মেন্টসে স্বাস্থ্য সেবা : বর্তমানে ঘাসফুল ২২ টি গার্মেন্টস কারখানায় কাজ করছে। গত তিন মাসে ৬৮৫১ জন গার্মেন্টস শ্রমিক ঘাসফুল থেকে স্বাস্থ্য সেবা নিয়েছে। এদের মধ্যে ১৪১১ জন পুরুষ ও বাকী ৫৪৪০ জন নারী।

নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস উপলক্ষে ঘাসফুলের আলোচনা সভা ও রক্তদান কর্মসূচিতে বক্তারা

নিরাপদ মাতৃত্বের জন্য নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দরকার

মা হিসেবে একজন নারী তখনই নিরাপদ মাতৃত্বের নিশ্চয়তা পাবেন যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তার অংশগ্রহণের অধিকার নিশ্চিত হবে। নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস ২০০৩ উদযাপন উপলক্ষে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল আয়োজিত আলোচনা সভায় গত ২৯ মে বক্তারা এ কথা বলেছেন। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ শাখা সন্ধানীর সাথে সংগঠন মিলনায়তনে এক রক্তদান কর্মসূচিরও আয়োজন করা হয়।

ঘাসফুলের প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরাণের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজির অধ্যক্ষ ডা. সুলতানুল আলম এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন ডবলমুরিং থানা শিক্ষা অফিসার রবিউল হোসেন ও সংস্থার নির্বাহী কমিটির সহ-সভাপতি ডা. মমতাজ সুলতানা। অনুষ্ঠানে মুখ্য আলোচক ছিলেন ঘাসফুল প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের মেডিকাল অফিসার ডা. জান্নাতুল ফেরদৌস। বক্তব্য রাখেন অর্থ ও প্রশাসন বিভাগের প্রধান মফিজুর রহমান, লাইভলীহুড বিভাগের কো-অর্ডিনেটর সাখাওয়াত হোসেন, শিক্ষা অফিসার আঞ্জুমান বানু লিমা, প্রোগ্রাম অফিসার (স্বাস্থ্য) মো. কবীর উদ্দিন, স্থানীয় পাম্প হাউজ জামে মসজিদের পেশ ইমাম হাফেজ আহাম্মদ প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, আমাদের দেশে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর কোনো অংশগ্রহণ নেই। ফলে, প্রায় ক্ষেত্রে স্বামীর সিদ্ধান্তে স্ত্রীকে সন্তান ধারণ করতে হয়, মা হতে হয়। কিন্তু জীবন হলো নারীর নিজের, তাই সন্তান নেয়া বা না নেয়ার উভয় সিদ্ধান্তই নিতে হবে নারীকে। বাল্যবিবাহের কারণে অনেক নারীকে অল্প বয়সে মাতৃত্বের ঝুঁকিপূর্ণ অধ্যায়ে প্রবেশ করতে হয়। পুত্র সন্তানের প্রত্যাশায় অনেক নারীকে ক্রমাগত মা হতে হয়। বক্তারা আরো বলেন, মা যদি সুস্থ না হোন তবে তিনি সুস্থ সন্তানের জন্ম দিতে পারবেন না। এ জন্য গর্ভাবস্থায় প্রতিটি মায়েরই নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা দরকার। বক্তারা আরো বলেন, শিশু সুস্থ না হলে তার শিক্ষা জীবন আশাব্যঞ্জক হবে না। তারা সম্রাট নেপোলিয়ানের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন, মা সুস্থ সন্তানের জন্ম দিলে একটা সমৃদ্ধ জাতি গড়ে উঠতে পারে।

আলোচনা সভার পর সন্ধানীর কর্মীদের সহায়তায় রক্তদান কর্মসূচি শুরু হয়। এতে ঘাসফুলের উপকারভোগী এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ রক্তদান করেন।

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

রোজগারের পথ সীমিত, কোথাও বা রুদ্ধ। তারা পিছিয়ে পড়া এই জনপদকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ঘাসফুলের সহযোগিতা কামনা করেন। বক্তারা বলেন, কেবল সঞ্চয় ও ঋণ দান কর্মসূচি নয়, তারা এলাকার নিরক্ষতা দূরীকরণে স্কুল স্থাপন এবং দরিদ্রদের চিকিৎসা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্য কর্মসূচি বাস্তবায়নের দাবি জানান। ঘাসফুলের পক্ষ থেকেও ক্রমান্বয়ে এসব দাবি পূরণের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়।

ঘাসফুল বার্তা

বর্ষ ২, সংখ্যা ২, এপ্রিল-জুন ২০০৩

কোরআনের বাণী

আল্লাহর নির্দেশ তোমরা সেই সর্বোত্তম জাতি যাদের সৃষ্টি করা হয়েছে (দায়িত্ব দেয়া হয়েছে) বিশ্ব মানবতার কল্যাণ সাধনের জন্য। ন্যায় ও সৎ কাজের জন্য নির্দেশ দিবে ও অন্যায়, পাপ, মিথ্যা, অনাচার-অবিচার, জুলুম, অত্যাচার হতে বিরত রাখবে এবং আল্লাহর প্রতি আস্থা স্থাপন করবে। (সূরা আল এমরান : ১১০)

অব্যাহত শিক্ষা

আজকাল প্রায়ই অব্যাহত শিক্ষার কথা শোনা যায়। দেশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় এ নাম একেবারে হাল আমলের। তবে এর মূল ভিত্তি অনেক দূর বিস্তৃত। বিভিন্ন সেমিনার, আলোচনা সভা, মত বিনিময় সভার আলোচনা থেকে আমরা এ ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারি। সম্প্রতি চট্টগ্রামের ১ম এনজিও ঘাসফুল এবং ঢাকার গণস্বাক্ষরতা অভিযান যৌথভাবে অব্যাহত শিক্ষা নিয়ে এ রকম এক সেমিনারের আয়োজন করে।

সেমিনারে আলোচিত বিভিন্ন দিকের অন্যতম হলো বেসরকারী সংস্থাসমূহের চলমান শিক্ষা ব্যবস্থায় অব্যাহত শিক্ষাকে অন্তর্ভূক্ত করার দাবি। বেসরকারী সংস্থাসমূহ শিশুদের জন্য অনানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা (এনএফপিই), প্রাক-স্কুল, রাস্তার ছিন্নমূল শিশুদের জন্য পথ স্কুল, চিলড্রেন স্পেসসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। পাশাপাশি রয়েছে বয়স্ক শিক্ষা, নৈশ বিদ্যালয় ও রিফ্লেক্ট সার্কেলভিত্তিক জ্ঞান চর্চা। এ সব কার্যক্রমের সাথে অব্যাহত শিক্ষা অবশ্যই ভিন্ন মাত্রা লাভ করবে।

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, প্রত্যেক এলাকায় উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন। এ ধরনের উন্নয়ন কেন্দ্র, রিফ্লেক্টে যা লোক কেন্দ্র নামেও পরিচিত, তা স্থাপন করা গেলে অব্যাহত শিক্ষার অগ্রগতি তরান্বিত হবে। এ সব লোক কেন্দ্রে বিনোদনের ব্যবস্থার পাশাপাশি শিক্ষিত-অশিক্ষিত শিশু থেকে বৃদ্ধ সবার জন্য অব্যাহত শিক্ষার সহায়ক উপকরণ থাকবে। সমাজের দানশীল ও অবস্থাপন্ন লোকজনকে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা গেলে দ্রুত ফল লাভ সম্ভব।

তৃতীয় বিষয়টি হলো, এলাকাভিত্তিক লাইব্রেরী গঠন। লাইব্রেরী হলো জ্ঞানের আধার। অব্যাহত শিক্ষার জন্য যার প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। কেবল লাইব্রেরী গঠন নয়, স্বল্প শিক্ষিতদের পাঠোপযোগী করে বই প্রণয়নও জরুরী। এ ক্ষেত্রে সমাজের বিত্তবান শ্রেণীর পাশাপাশি লেখক সমাজ এগিয়ে আসতে পারে। আমাদের প্রত্যাশা, সরকার ও সংশ্লিষ্ট সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অব্যাহত শিক্ষার অগ্রযাত্রা দ্রুততর হবে।

ভ্র ম ণ

দেখে আসুন- ধ্রুবতারা জ্বলছে

শাহাব উদ্দিন নীপু

জায়গাটির নাম কুইজবাড়ী। টাঙ্গাইল জেলা সদর থেকে কিছুটা দূরে, গ্রামীণ এলাকা। চারদিকে সবুজ পাট ক্ষেত, ফসলী জমিতে ধানের চারাগাছ, কোথাও বা সবজি বাগান। পিচ ঢালা রাস্তাকে পেছনে ফেলে মেঠো পথ ধরে কিছু দূর এগুতেই সাইন বোর্ডটা চোখে পড়লো- সোনার বাংলা চিলড্রেন হোম ও প্রাইমারী স্কুল।

টিনের তৈরী বাউন্ডারী; টিনের তৈরী দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই একদল কিশোর-কিশোরী ও কয়েকজন শিশুকে দেখা গেলো। তখন শেষ বিকেল। তারা আপন মনে খেলছিলো। গেটের বাম পাশে মাঝারী আকারের পুকুর, তাতে বাঁশ দিয়ে বানানো হয়েছে হাঁসের খামার। হাঁসের বিষ্ঠাকে প্রধান খাবার হিসেবে ধরে নিয়ে পুকুরে চলছে মাছের চাষ। নানা ফলের গাছে পুকুর পাড়টা ভর্তি। সে পুকুর পাড়ের একটা অংশ আর তার লাগোয়া প্রাইমারী স্কুলের আঙিনায় খেলছিলো তারা। আমাদের একদল মানুষের আগমনে তারা সচকিত হলো, তাদের চোখ জোড়া স্বভাবতই নিবদ্ধ হলো আমাদের উপর।

ধ্রুবতারা-এই নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্রে বাস করে ৯৯ শিশু-কিশোর

আমাদের দলটা ছিলো ১০ সদস্যের : ঘাসফুল বার্তার সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি আফতাবুর রহমান জাফরী, লাইভলীহুড সমন্বয়কারী সাখাওয়াত হোসেন, ম্যানেজার আবেদা বেগম, সহকারী ম্যানেজার (প্রোগ্রাম) দুস্ফুল কবির চৌধুরী শিমুল, প্রোগ্রাম অফিসার (গভর্নেন্স, এডভোকেসি, রিপোর্টিং ও পাবলিকেশন) শাহাব উদ্দিন নীপু, একাউন্টস অফিসার মোস্তফা জামাল উদ্দিন, সহকারী অফিসার মোহাম্মদ সেলিম ও তাঈম-উল আলম, কমিউনিটি মোবিলাইজার খাদিজা আক্তার ও লিপি প্রভা দে। আমরা গত ২৭-২৯ জুন টাঙ্গাইল যাই সোসাইটি ফর সোশ্যাল সার্ভিস (এস এস এস)-এ এক্সপোজার ভ্রমণে। এস এস এস-এরই এক অসামান্য সৃষ্টি এই সোনার বাংলা চিলড্রেন হোম ও প্রাইমারী স্কুল। কুইজবাড়ীর বুকে বিশাল আকাশের নীচে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে এসএসএস-এর এই গর্বের ধন। কী নেই এখানে? এটা যেন বাংলাদেশ নয়, ভিন্ন এক জগৎ। হ্যাঁ, যাদের জন্য এই জগৎ তৈরী তারা ভিন্ন জগতেরই, অন্তত তাদের জীবন লাভের বিষয়টি। প্রিয় পাঠক, সোনার বাংলা চিলড্রেন হোমটি গড়ে উঠেছে আমরা যাদের পতিতা, যৌনকর্মী কিংবা বেশ্যা বলে একটা আলাদা জগতে ঠেলে দিয়েছি, সেই নারীদের গর্ভে অনাকাঙ্খিতভাবে জন্ম নেয়া শিশুদের নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে। দেশের বিভিন্ন স্থানে যে সব পতিতালয় রয়েছে, বিশেষত আরিচা- গোয়ালন্দ এবং টাঙ্গাইলের কান্দপাড়াতে, সে সব পতিতার সন্তানদের এখানে পুনর্বাসন করা হয়।

আমরা যখন এই হোম পরিদর্শন করছিলাম তখন সেখানে ৯৯ জন শিশু ও কিশোর-কিশোরী ছিলো। এদের মধ্যে ৪১ জন ছেলে এবং বাকী ৫৮ জন মেয়ে। এখানে যে প্রাইমারী স্কুল আছে সেখানে ৭২ জন ছেলেমেয়ে পড়ছে যাদের মধ্যে ১৯ জন স্থানীয় কমিউনিটি থেকে আসে। হ্যাঁ, পতিতার সন্তানদের সাথে কমিউনিটির বাচ্চারাও পড়ছে এক সময় যা অসম্ভবই ছিলো। জন্মের উপর মানব সন্তানদের নিজের যে কোনো হাত নেই এ সত্যটিকে মেনে নিয়ে সমাজের লোকজনও ধীরে ধীরে তাদের মেনে নিয়েছে। এ হোমেরই ২৫ জন ছেলে-মেয়ে হাই স্কুলে পড়ছে। সেখানে দু'টো শ্রেণীতে হোমের দু'ছেলে-মেয়ে ১ম হয়েছে।

৭ শিক্ষক-শিক্ষিকাসহ ২৫ জন স্টাফ নিয়ে এখানে যে জগৎ তৈরী হয়েছে সেখানে পোলট্রি ফার্মে মুরগী, ডেইরী ফার্মে গরু, জমিতে সবজি চাষ হচ্ছে। আর মাছ চাষ ও হাঁস পালনের কথা তো আগেই বলেছি। একেবারে স্বাবলম্বী একটা জগৎ।

তাদের বসবাসের জগৎটা চমৎকার। নামও ধ্রুবতারা। হ্যাঁ, এ নষ্ট, বিপথগামী পৃথিবীতে তারা ধ্রুবতারা হয়ে জগতের সব পাপ, সব পঙ্কিলতা আর নষ্টামীকে রুখে দেবে-হয়তো এমন অভিপ্রায়ে এমন নামকরণ।

এস এস এস-এ গিয়ে আমরা অনেক কিছু দেখেছি- তাদের ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি, সমিতি, আইজিএ হিসেবে তাঁত, হরিজন পল্লীর প্রাইমারী স্কুল, কান্দ পাড়া পতিতা পল্লী, পতিতা পল্লীর বাচ্চাদের প্রি স্কুল, আরো কত কী। কিন্তু একটা সোনার বাংলা চিলড্রেন হোম সব কিছু ম্লান করে 'ধ্রুবতারা' হয়ে উঠেছে। 'ধ্রুবতারারা নাচ, গান, জুডো-কারাতেসহ সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে আজ জাতীয় পর্যায়ে স্বাক্ষর রাখছে। এ অগ্রযাত্রা রুখে এ সাধ্য কার?

সমিতি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ নিলো ২০ সদস্য

ঘাসফুলের আয়োজনে 'সমিতি ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছে ২০ সদস্য। গত ১৯ এপ্রিল ঘাসফুল ট্রেনিং সেন্টারে দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

মূলত: দল ব্যবস্থাপনা এবং সমিতি পরিচালনায় গতিশীলতা তৈরীর লক্ষ্যে সদস্যদের এই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। হালিশহর ও হিন্দু পাড়া এলাকার এই সদস্যের সবারই শিক্ষার স্তর প্রাথমিক বা তার নিচে। লাইভলীহুড বিভাগের সহকারী কর্মকর্তা গোলাপ ফেরদৌস আরা বেগম এবং সাইদুর রহমান সাঈদ এতে প্রশিক্ষণ দেন।

জন্মের দায় থেকে ফেরা

শামসুল বাশার

একবিংশ শতাব্দীর ঝকঝকে সতত ঘূর্ণায়মান এই পৃথিবীতে এইমাত্র যে শিশুটি জন্ম নিলো তারও প্রয়োজন হবে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের মতো মৌলিক অধিকারের। অন্য সব শিশুর মতো সেও চাইবে দুধ পেতে, সুন্দর জামা-কাপড় পরতে, নিরাপদ আশ্রয় লাভ করতে। কিন্তু শিশুটি কি জানে-তার বাবা-মা গরিব? পৃথিবীর তাবৎ শিশুর মতো তার এসব মৌলিক চাহিদা পূরণে তারা অপারগ? না, শিশুটি তা জানে না। তবে তার বোধোদয়ের সাথে সাথে সে আস্তে আস্তে বুঝতে পারে জগতে তার অবস্থান। তার বয়েসী শিশুরা কেউ বাবা কিংবা মা'র হাত ধরে স্কুলে যাচ্ছে, অবসরে খেলছে, ঘুরছে, মজা করছে; আবার কেউ কেউ অন্নহীন, বস্ত্রহীন, আশ্রয়হীন হয়ে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

না, কাজলের বেলায় এই দুই বিপরীত চিত্রের কোনটিই ঘটেনি। বিত্তহীন পরিবারের সন্তান হলেও তার আশ্রয় আছে, একটু-আধটু করে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুলে যাওয়ার সুযোগও ঘটেছে, খুব ভালো খেতে না পেলেও অন্নহীন থাকতে হয়নি তাকে।

প্রিয় পাঠক, আপনারা ইতিমধ্যে কাজলের আর্থ-সামাজিক অবস্থানের কথা জেনেছেন। চলুন নিয়ত সংগ্রামী এই কিশোরের একটু ভেতরের খবর নিই।

কাজলরা চার ভাই-বোন এবং বাবা-মাসহ ৬ সদস্যের পরিবার তাদের। বাবা সফিকুর রহমান ব্যাগের ব্যবসা করেন। সামান্য আয়। টানাটানির সংসার। এরই মধ্যে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কাজল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শেষ ধাপ অবধি পৌঁছে যায়। অবসরে বাবাকে ব্যাগ তৈরীতে সাহায্য করলেও টাকার অভাবে পঞ্চম শ্রেণীতে উঠে কাজলের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়।

লেখা পড়া থেমে যাওয়ায় ব্যাগ তৈরীতে পুরো আত্মনিয়োগ করে কাজল। এরই মধ্যে কাজল জানতে পারে ঘাসফুলের কথা, ঘাসফুল সমিতিতে সঞ্চয় ও ঋণ প্রাপ্তির কথা। কাজল দৈনিক সঞ্চয় কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রতিদিন কমপক্ষে ২ থেকে ৫ টাকা করে সঞ্চয় করে তিন মাসেই জমিয়ে ফেলে ১,০০০ টাকা। এ টাকার বিপরীতে সে ২,০০০ টাকা ঋণ নেয় এবং এর পুরোটাই ব্যবসায় নিয়োগ করে। কাজল আর তার বাবার যৌথ প্রচেষ্টায় বাড়তে থাকে ব্যবসায়ের পরিধি। এরই মধ্যে বাড়তে থাকে কাজলের সঞ্চয় এবং শোধ হতে থাকে ঋণের কিস্তি। ২য় দফায় কাজল ১০,০০০ টাকা ঋণ নিয়েছে। এ টাকা দিয়ে নিজের ঘরে এখন ব্যাগ তৈরীর কাজ চলছে।

সঞ্চয়, ঋণ এবং ঋণের টাকার সঠিক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে কাজল ব্যাগের ব্যবসায় বেশ অগ্রগতি লাভ করেছে। এখন আয় বেড়েছে, টানাটানি কমেছে। কাজলের মতে, 'ঘাসফুল আমাকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে আসতে সাহায্য করেছে'। ঘাসফুলের কাছে নিজেকে চিরঋণী দাবিকারী কাজল এখনো আক্ষেপ করে তার পড়ালেখার অসময়ে ইতি ঘটার জন্য। কাজল বিশ্বাস করে জীবন তাকে হয়তো অনেক কিছুই দেয়নি, কিন্তু সে জীবনকে সেই না দেয়া কিছুর ছোট ছোট অংশ ফেরৎ দিতে চায়। আমরা কাজলের বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা জানাই, তার অগ্রযাত্রার সাফল্য কামনা করি এবং প্রার্থনা জানাই এমনি করে কাজলরা বেরিয়ে আসুক জন্মের দায় থেকে।

(অনুলিখন : শাহাব উদ্দিন নীপু)

কর্মচারী থেকে কারখানা মালিক

নিজাম উদ্দীন

দেলোয়ার হোসেন জুতা তৈরীর কারখানার সামান্য কর্মচারী থেকে এখন একটি জুতার কারখানা ও দোকানের মালিক। কর্মচারী থেকে মালিক। পার্থক্যটা ভালোই বুঝতে পারেন দেলোয়ার। শৃঙ্খলিত জীবনের বিপরীতে অফুরন্ত স্বাধীনতা, সিদ্ধান্ত মেনে চলার বিপরীতে সিদ্ধান্ত দিতে পারা, মাস শেষে হাতে উঠে আসা সামান্য ক'টা টাকার বিপরীতে লাভের সবগুলো টাকা নানা পার্থক্য আজ ঠিকই টের পান তিনি। জীবনের এই উর্দ্ধগতিতেও দেলোয়ার ভুলে যাননি তার অতীত। কবির ভাষায় বলা যায়, 'হে অতীত তুমি ভুবনে ভুবনে, কাজ করে যাও গোপনে গোপনে'। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, গোপনে কাজ করে যাচ্ছে দেলোয়ারের জীবনে এমন কী আছে? আছে তো বটেই; সেখানে আছেন একজন নূরতাজ বেগম, দেলোয়ারের সহধর্মিনী আর ঘাসফুল। নূরতাজ সত্যি সত্যি তার নামের সার্থকতা রেখেছেন। ঘাসফুলের সমিতি সদস্য হয়ে সেখান থেকে ঋণ নিয়ে সে ঋণের টাকায় কর্মচারী থেকে নিজের স্বামীকে জুতার কারখানার মালিক বানিয়ে সত্যি সত্যিই স্বামী দেলোয়ারের মাথায় 'আলোর মুকুট' হয়েছেন।

নূরতাজ আর দেলোয়ারের যৌথ জীবনের সূচনা ১৯৯৬ সালে। বিয়ের পর স্বল্প আয়ের স্বামীর সংসারে এসে জীবন যুদ্ধে শুরু হয় বিরামহীন সংগ্রাম। সে সংগ্রামের কোনো এক দুর্লভ ক্ষণে নূরতাজ জানতে পারেন ঘাসফুলের কথা। ৬ মাস সঞ্চয়ের পর ঘাসফুল থেকে ঋণ পাবে-এ তথ্য উদ্যমী করে তোলে তাকে। জুতা কারখানার কর্মচারী স্বামীর স্বল্প আয় থেকেই নূরতাজ সঞ্চয় করতে আরম্ভ করেন। 'সঞ্চয়ে সমৃদ্ধি আনে'-এ সত্যটি তার মতো আর কে বুঝতে পেরেছে? নূরতাজ প্রথম দফায় পাঁচ হাজার টাকা ঋণ নেন। ঋণের টাকায় স্বামী কেনেন জুতা তৈরীর সরঞ্জাম। এতদিনের প্রশিক্ষণ সবটা ঢেলে দিয়ে দেলোয়ার জুতা বানান। সে জুতা বিক্রয় করে ভালো লাভ হয়। নূরতাজ-দেলোয়ার দম্পতিকে ব্যবসায়ের নেশা পেয়ে বসে। ১ম দফা ঋণের টাকা পরিশোধ করে ২য় দফা এবং একইভাবে ৩য় দফা ঋণ নিয়েছেন নূরতাজ, ঘাসফুল থেকেই। সে ঋণের টাকা আর নিজেদের সঞ্চয় যোগ করে গড়ে তুলেছেন নিজের ছোট জুতার কারখানা। একই ধরনের যে জুতার কারখানায় দেলোয়ার একদিন কাজ করতেন, সেখানে এখন তারই জুতার কারখানায় কর্মরত আছে ৯ থেকে ১০ জন কর্মচারী। নূরতাজ কেবল তার স্বামীর অবস্থানের উন্নয়ন কিংবা তার পরিবারের মর্যাদা বৃদ্ধিই করেন নি, একই সাথে ৯/১০ জন বাড়তি মানুষের জন্য গড়েছেন কর্মসংস্থান।

নূরতাজ আর তার স্বামী দেলোয়ারের এখন একটি জুতার কারখানার পাশাপাশি রয়েছে জুতার দোকান। কেবল তাই নয়, যে সঞ্চয় দিয়ে ঘাসফুলে নূরতাজের যাত্রা শুরু হয়েছিলো, বিন্দু বিন্দু জল, গড়ি তোলে সাগর মহাদেশ অতলের মতো এখন তার সঞ্চয়ও একটি বড় সংখ্যায় দাঁড়িয়েছে।

তিন বছর বয়েসী একমাত্র কন্যাকে নিয়ে নূরতাজের এখন সুখের সংসার। টানাটানির যে সংসারে নূরতাজের সংসার জীবনের যাত্রা, ঘাসফুলের সহায়তায়, নিজ চেষ্টায় বদলে ফেলেছেন নূরতাজ তার দৃশ্যপট। নূরতাজ কেবল টাকার অংকে ঘাসফুলের কাছে ঋণী না, জীবন বদলের এমন পথের সন্ধান দেয়ায় চিরকৃতজ্ঞতায় আবদ্ধও। আমরাও নূরতাজের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

(অনুলিখন : শাহাব উদ্দিন নীপু)

সংশোধনী

ঘাসফুল বার্তা বর্ষ ২, সংখ্যা ১ (জানুয়ারি-মার্চ ২০০৩) এ 'আলোর স্বপ্ন দেখে আলেয়া' শীর্ষক কেস স্টাডির বিষয়ে দু'টো সংশোধনী রয়েছে। কেস স্টাডির মধ্য কলামের শেষ লাইন 'ধাত্রী রেজিয়া নিজে তার কপার টি খুলে দেন' বলে যা লেখা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে তা বিধি সম্মত ছিল না এবং এ ব্যাপারে ঘাসফুল কর্তৃপক্ষ টিবিএ-দের উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে বিষয়টিকে পুন: অবহিত করেছে। তৃতীয় কলামে 'আমাদের ধারণা, কেবল সরকারী স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নির্দিষ্ট টার্গেট পূরণ করতে গিয়ে আলেয়াকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট কর্মী', বলে যা লেখা হয়েছে তা আসলে আলেয়ার বক্তব্য থেকে উদ্ধৃত করতে গিয়ে আমরা টার্গেট পূরণের কথা বলেছিলাম। এ অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি। -সম্পাদক

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে ঘাসফুলের আলোচনায় বক্তারা

পানি সঙ্কট নিরসনে সচেতনতা ও দুর্নীতি রোধ দরকার

দুর্নীতি রোধ, ব্যাপক সংস্কার, তৃণমূল পর্যায়ে সচেতনতা তৈরী, সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগ এবং সর্বোপরি ব্যক্তি পর্যায়ে সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা দেশে ক্রমবর্ধমান পানি সঙ্কটের সমাধান করতে পারে। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে গত ৫ জুন বৃহস্পতিবার বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের আলোচনা সভায় বক্তারা এসব কথা বলেছেন।

ঘাসফুল মিলনায়তনে সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরাণের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনায় মুখ্য আলোচক ছিলেন চট্টগ্রাম পরিবেশ সাংবাদিক ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ও দৈনিক জনকণ্ঠের স্টাফ রিপোর্টার কাজী আবুল মনসুর। অনুষ্ঠানে 'বিশ্ব পরিবেশ পরিস্থিতি এবং পানি সঙ্কট' শীর্ষক একটি ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন সংস্থার শিক্ষা বিভাগের কো-অর্ডিনেটর সাইফউদ্দিন আহমদ। আলোচনায় অংশ নেন অর্থ ও প্রশাসন বিভাগের প্রধান মফিজুর রহমান, লাইভলীহুড বিভাগের কো-অর্ডিনেটর সাখাওয়াত হোসেন এবং শিক্ষা অফিসার আঞ্জুমান বানু লিমা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এবং পুরো অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন সংগঠনের প্রোগ্রাম অফিসার শাহাব উদ্দিন নীপু।

বক্তব্য রাখছেন দৈনিক জনকণ্ঠের স্টাফ রিপোর্টার কাজী আবুল মনসুর

বক্তারা বলেন, শুধু এই চট্টগ্রাম নয়, পুরো দেশ এমনকি বিশ্বজুড়ে এখন চলছে পানির জন্য হাহাকার। বিশ্বের ২০০ কোটি মানুষের জীবন আজ কেবল পানির জন্যই বিপন্ন হতে বসেছে বলে পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'পানি-মরণাপন্ন ২০০ কোটি মানুষ'। বক্তারা আরো বলেন, পানি নিয়ে যে সঙ্কট তা এক দিনের নয়, বরং দিনে দিনে তা আরো জটিলাকার ধারণ করছে। এই সঙ্কট থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে বহু সেমিনার, আলোচনা সভা, গোল টেবিল বৈঠকসহ নানা আয়োজন আমরা দেখেছি। কিন্তু আমরা মনে করি, ব্যক্তি পর্যায়ে বিভিন্নমুখী সচেতনতা আরো জোরদার হওয়া দরকার।

বক্তারা বলেন, পানি ব্যবহারে আমরা যদি আরো সচেতন হই এবং মিতব্যয়ীতার পরিচয় দিই তবে ক্রমবর্ধমান সঙ্কট কিছুটা হলেও লাঘব হবে। তারা বলেন, নিরাপদ পানি হিসেবে আমাদেরকে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও সংরক্ষণে আরো উদ্যোগী হতে হবে। তবে, এসব সচেতনতা ও নাগরিক উদ্যোগের বিপরীত সরকারী ব্যর্থতার সমালোচনাও করেছেন তারা। বক্তারা বলেন, বছরের পর বছর নগরীর জনসংখ্যা বাড়লেও চট্টগ্রাম ওয়াসার পানি উৎপাদন এক ফোঁটাও বাড়ছে না; ইটালী সরকার হালদা নদীতে পানি শোধন প্লান্ট স্থাপন করার উদ্যোগ নিয়েও কতিপয় দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তার কারণে তা সম্পন্ন করতে পারে নি বলে তারা অভিযোগ করেন।

সভায় বক্তারা পানি সঙ্কট ছাড়াও কর্ণফুলী দখল ও দূষণ, সমুদ্রে বর্জ্য নিক্ষেপ, জাহাজ ডুবি, জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পের বিকাশ, পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থার ত্রুটি, জলাবদ্ধতা, বস্তি এলাকায় আবর্জনা ব্যবস্থাপনার অভাব প্রভৃতি বিষয় নিয়েও আলোচনা করেন।

জাতীয় টিকা দিবসের ২য় রাউন্ডে ৫ হাজারের বেশী শিশুকে টিকা খাইয়েছে ঘাসফুল

জাতীয় টিকা দিবসের ২য় রাউন্ডে গত ৪ মে রোববার বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল ১১-টি কেন্দ্রে ৫ হাজার ৩৯৫ জন শিশুকে পোলিও'র টিকা খাইয়েছে। প্রসঙ্গত, ঘাসফুলের স্থায়ী ক্লিনিকে শিশুদের নিয়মিত টিকা খাওয়ানোর পাশাপাশি জাতীয় টিকা দিবসে বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে।

১১-তম জাতীয় টিকা দিবসের ২য় রাউন্ডে ঘাসফুল যেসব কেন্দ্রে শিশুদের পোলিও'র টিকা খাওয়ায় সেগুলো হলো ২৯ নং ওয়ার্ডের ঘাসফুল স্থায়ী ক্লিনিক, ৩০ নং ওয়ার্ডের সুইপার কলোনী, র‌্যালী ব্রাদার্স ও মাইল্যার বিল, ২৭ নং ওয়ার্ডের ছোটপুল বস্তার কলোনী ও বেপারী পাড়া, ৩৬ নং ওয়ার্ডের জাহাঙ্গীর কমিশনারের বাড়ি, ১৪ নং ওয়ার্ডের স্বদেশী ক্লাব ও উদয়ন কিন্ডার গার্টেন এবং ২৩ নং ওয়ার্ডের মজল সওদাগরের বাড়ি ও আমিন সওদাগরের বাড়ি।

হতদরিদ্র লোকজনের কর্মসূচি নিয়ে সভা অনুষ্ঠিত

হতদরিদ্র লোকজনের কর্মসূচি (এইচসিপি) বিষয়ে এক মাসিক সভা গত ৫ জুন ঘাসফুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সহকারী ব্যবস্থাপক লুৎফুল কবির চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। মাঠ পর্যায়ে এই কর্মসূচির বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে এতে আলোচনা করা হয়।

হতদরিদ্র লোকজনকে নিয়ে প্রায় কোনো এনজিও-ই যেখানে কাজ করে না, সেখানে এই মানুষগুলোর জীবন মান উন্নয়নের কথা ভেবে ঘাসফুল সঞ্চয় ও ঋণ কর্মসূচি হাতে নেয়। কিন্তু ভাসমান এসব মানুষের নানা সমস্যার অন্যতম হলো ঋণ খেলাপী প্রবণতা ও শৃঙ্খলা না মানা। সভায় ঋণ খেলাপী কমানো ও দলের সদস্যদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ তৈরী করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় এবং প্রতি মাসে এ ধরনের সভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

দেওয়ানহাটে আগামী বছর নতুন স্কুল চালু করা হবে

নগরীর দেওয়ানহাট এলাকায় আয়োজিত কমিউনিটি সভায় এলাকাবাসীদের দাবির প্রেক্ষিতে ঘাসফুল কর্মকর্তারা বলেছেন, আগামী বছর দেওয়ানহাট এলাকায় নতুন স্কুল চালু করা হবে এবং বিদ্যমান পানি সমস্যার সমাধানে স্থানীয় ওয়ার্ড কমিশনারের সহায়তা চাওয়া হবে। গত ৪ মে রোববার বিকেলে দেওয়ানহাট বাজারের পেছনে কেরামত আলীর বাড়ি প্রাঙ্গণে এই কমিউনিটি সভার আয়োজন করা হয়। ঘাসফুলের লাইভলীহুড বিভাগের কো-অর্ডিনেটর সাখাওয়াত হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় স্থানীয় এলাকাবাসীদের পক্ষ থেকে মো. আমিনুল হক ও মো. জামাল বক্তব্য রাখেন। লাইভলীহুড বিভাগের সহকারী কর্মকর্তা মো. তাজুল ইসলাম ঘাসফুলের বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রম তুলে ধরেন। এরপর এলাকাবাসীদের পক্ষ থেকে একটি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র চালু, ৫০,০০০ টাকার বেশী ঋণ প্রদান, সাপ্তাহিক থেকে মাসিক কিস্তিতে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ, পানি সঙ্কট নিরসন, প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থা, সেলাই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া, চুক্তিনামার টাকা, সার্ভিস চার্জ ও বাৎসরিক সুদ কমানো প্রভৃতি দাবি উত্থাপন করা হয়।

এসব দাবির জবাবে লাইভলীহুড কো-অর্ডিনেটর সাখাওয়াত হোসেন আগামী বছরের শুরুতে এ এলাকায় একটি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র চালু ও প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থা নেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি বলেন, ৫০ হাজার টাকার বেশী ঋণ নেয়ার ক্ষেত্রে ঘাসফুল সংশ্লিষ্ট ব্যাংক থেকে সহজে ঋণ পেতে সহায়তা করবে এবং সেলাই প্রশিক্ষণ নিতে আগ্রহীরা আমাদের ইয়থ ডেভেলপমেন্ট সেন্টারে যোগাযোগ করতে পারেন। আগামী বছর থেকে চুক্তিনামার টাকা কমানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি বলেন, আমাদের সার্ভিস চার্জ এবং বার্ষিক সুদের হার অন্য সংগঠনের তুলনায় অনেক কম। বিভিন্ন সংস্থার বার্ষিক সুদের হার তাদের সামনে তুলে ধরার পর এলাকাবাসীরা তা স্বীকার করে নেন।

মৌলভী পাড়ায় কমিউনিটি সভা অনুষ্ঠিত

চলমান কার্যক্রমের সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সেগুলো সমাধানে পদক্ষেপ গ্রহণের দ্বিবিধ উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে গত ১৭ এপ্রিল মৌলভীপাড়া এলাকায় এক কমিউনিটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

লাইভলীহুড বিভাগের সহকারী কর্মকর্তা টুটুল কুমার দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কমিউনিটি সভায় বিভাগীয় সমন্বয়কারী সাখাওয়াত হোসেন মজুমদার, সহকারী ব্যবস্থাপক (কর্মসূচি) লুৎফুল কবীর চৌধুরী শিমুল, সহকারী কর্মকর্তা সাইদুর রহমান সাঈদ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

এলাকায় পানি সমস্যা, সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও সেলাই মেশিন ক্রয়ে ঋণ দেয়া, স্কুল চালু করা, টিকা কেন্দ্র স্থাপন এবং নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধ প্রভৃতি বিষয়ে ঘাসফুলের কার্যক্রম নিয়ে এতে আলোচনা করা হয়।

ইডিবিএম ট্রেনিং নিলো ২২ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা

ক্ষুদ্র ঋণকে পুঁজি করে ব্যবসায়ে উন্নতি করছে এবং ব্যবসায় পরিচালনায় কিছু দিক-নির্দেশনা প্রয়োজন এমন সমিতি সদস্যদের বাছাই করে ঘাসফুল 'উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা' (ইডিবিএম) প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। গত ১৭ থেকে ২১ মে এ রকমই একটি প্রশিক্ষণ নিলো ২২ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা।

ঘাসফুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এ প্রশিক্ষণে সহায়কের ভূমিকা পালন করেন লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল, গোলাপ ফেরদৌস আরা বেগম, সাইদুর রহমান সাঈদ ও নাজমুন নাহরাইন। প্রোগ্রাম অফিসার শাহাব উদ্দিন নীপু 'কর্মক্ষেত্রে নারী নির্যাতন : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ' শীর্ষক একটি সেশনে সহায়কের ভূমিকা পালন করেন।

বক্তব্য রাখছেন সাখাওয়াত হোসেন

১৭ মে সকালে সংক্ষিপ্ত উদ্বোধনী পর্বের মধ্য দিয়ে পাঁচ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের সূচনা ঘটে যেখানে নির্বাহী পরিচালকসহ বিভাগীয় প্রধানরা বক্তব্য রাখেন।

ঘাসফুল পরিচালিত সমিতিসমূহে যে সব সদস্য নিয়মিত সঞ্চয় ও ঋণ, পারিবারিক সঞ্চয়, দৈনিক সঞ্চয় ও ঋণ প্রভৃতি কর্মসূচিতে দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছে কেবল তারাই এ প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির আরেকটি শর্ত হচ্ছে, নিজের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পৃক্ততায় কোন ক্ষুদ্র ব্যবসায় থাকতে হবে। প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনে এসব বিষয় মাথায় রেখে তারা যাতে তাদের ব্যবসায় আরো বড় করতে পারে এবং এর ব্যবস্থাপনা নিয়মতান্ত্রিক হয় তা এ প্রশিক্ষণে হাতে-কলমে শেখানো হয়।

প্রশিক্ষণের সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয়, এতে তাত্ত্বিক দিকের চেয়ে ব্যবহারিক দিকের প্রতি বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়। বিভিন্ন ছবি ও বাস্তব উপকরণ ছাড়াও নির্দিষ্ট কয়েকটি খেলার মাধ্যমে বিষয়বস্তুকে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সামনে হৃদয়গ্রাহী করে তোলা হয়। এ প্রশিক্ষণ ক্রমে ঘাসফুলের উপরভোগীদের মধ্যে ভিন্ন একটি মাত্রা সঞ্চয় করছে বলে এর রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়। লক্ষণীয় যে, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এ সব অনগ্রসর নারী কেবল নিজের ব্যবসায় নয়, পরিবার ও সমাজে নিজের একটি স্বতন্ত্র অবস্থান তৈরী করছেন বলে তারা নিজেরাই উল্লেখ করেছেন।

এ প্রশিক্ষণ তাদের সামাজিক অবস্থান উন্নত করেছে এবং তারা পারিবারিক সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণের সুযোগ পাচ্ছেন।

নাগরিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণে এনজিওদের ভূমিকা অগ্রণী

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে ঘাসফুলের আলোচনা সভায় বক্তারা বলেছেন, স্বাধীনতা পরবর্তী দেশের সাধারণ মানুষের জীবন মান উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণে বেসরকারী সংস্থাসমূহ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে এবং এ কারণে সরকারী বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকার এনজিওসমূহের উপর নির্ভর করেছে। গত ৯ এপ্রিল বুধবার সংস্থার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনায় প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ইনিস্টিটিউট অব হেলথ টেকনলজির অধ্যক্ষ ডা. সুলতান-উল আলম। তিনি বলেন, শিশুর সুস্থ বিকাশের জন্য সুষম ও পুষ্টিকর খাবারের প্রয়োজন রয়েছে; কিন্তু আজকের ভেজালের যুগে শিশুদের খাবারের নিশ্চয়তাও বিপন্ন। তিনি ধূমপান বন্ধের আহ্বান জানিয়ে বলেন, শিশুদের সামনে ধূমপান মানবিক ও শারীরিক উভয় দিক থেকে ভয়ানক রকম ক্ষতিকর। এতে আরো বক্তব্য রাখেন ডা. জান্নাতুল ফেরদৌস, সাখাওয়াত হোসেন, সাইফউদ্দিন আহমেদ। বক্তারা আরো বলেন, আমাদের পরিবেশ এখন নানা দূষণের শিকার। এই দূষিত পরিবেশ আমাদের স্বাস্থ্যহানি ঘটাচ্ছে এবং নানা রোগের প্রাদুর্ভাব সৃষ্টি করছে। তারা নাগরিকদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণে সরকারী ও বেসরকারী আরো বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান।

নেতৃত্ব বিকাশ ও দল ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ নিয়েছে ২৫ সদস্য

নতুন দল গঠন কিংবা পুরনো দলের ব্যবস্থাপনা উভয় ক্ষেত্রে যে প্রশিক্ষণটি সদস্যদের মধ্যে শৃঙ্খলার অন্তর্প্রবাহ হিসেবে কাজ করে তা হলো নেতৃত্ব বিকাশ ও দল ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ। ১৪ থেকে ১৮ জুন পাঁচ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ শেষে এ মন্তব্য প্রশিক্ষণের সহায়ক সাইদুর রহমান সাঈদের। এতে অপর সহায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন গোলাপ ফেরদৌস আরা বেগম।

১৪ জুন সকালে সংক্ষিপ্ত উদ্বোধনী পর্বের মধ্য দিয়ে প্রশিক্ষণের সূচনা হয়। এতে লাইভলীহুড বিভাগের সমন্বয়কারী সাখাওয়াত হোসেন, শিক্ষা বিভাগের সমন্বয়কারী সাইফ উদ্দিন আহমদ এবং প্রোগ্রাম অফিসার শাহাব উদ্দিন নীপু বক্তব্য রাখেন।

পাঁচ দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণে ২৫ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। এ প্রশিক্ষণে নতুন সম্প্রসারিত এলাকা ইছানগর ও দক্ষিণ হালিশহরের ৪ জন করে ৮ জন সদস্য অংশ নেন। নতুন কর্ম এলাকার জন্য এ প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ বলে এতে মন্তব্য করা হয়। প্রশিক্ষণে যে সব বিষয় আলোচনায় প্রাধান্য পায় সেগুলো হলো-বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, নারীর বিরাজমান সমস্যা ও সমাধানের কৌশল, দল ও দল গঠনের প্রয়োজন-পূর্বশর্ত, নীতিমালা, দলের গতিশীলতার শর্ত, দল ভাঙ্গার কারণ, সঞ্চয়, সঞ্চয় ও ঋণের নীতিমালা, কাজ ও গুণাবলী প্রভৃতি।

দলের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য আরো প্রশিক্ষণ চাই

দলের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য পুন:পুন: 'দল ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ' আয়োজন করা দরকার। গত ১৩ মে দল ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ শেষে এর দুই প্রশিক্ষক গোলাপ ফেরদৌস আরা বেগম এবং সাইদুর রহমান সাঈদের মন্তব্য ছিলো এরকমই। কমিউনিটি মোবিলাইজাররা নতুন সমিতি গঠনের পর নতুন দলীয় সদস্যদের সমিতি সম্পর্কে ধারণা প্রদান এবং সমিতির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

ঘাসফুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এই প্রশিক্ষণে দুটি সমিতির ২৩ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে দল, দলের প্রয়োজনীয়তা, সমিতিতে দল নেত্রীদের কাজ, সঞ্চয় ও ঋণ নীতিমালা এবং আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড নির্বাচন ও যাচাই প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

চার সদস্যের বীমার দাবি পরিশোধ

ঘাসফুল মাইক্রো ইন্সুরেন্স পলিসির অধীনে গত ১৪ মে চার সদস্যের নমিনিকে বীমার দাবি পরিশোধ করা হয়েছে। এ নিয়ে এ পর্যন্ত মোট ১৭ জন পলিসি গ্রহণকারী তাদের বীমার দাবি ফেরৎ পেলেন। এবার যাদের বীমা দাবি পরিশোধ করা হলো তারা হলেন: হালিমা খাতুন, জাহানারা বেগম, আফিয়া, আয়েশা খানম। তাদের মৃত্যুতে নিজেদের নমিনি হিসেবে যথাক্রমে খুরশীদ আলম, মো: রহমান, ইকবাল ও শাহীদুল আলম বীমার টাকা গ্রহণ করেন।

কর্মমূল্যায়নে ঘাসফুলে শুরু হলো পিআরআরপি

ঘাসফুলের অংশগ্রহণমূলক পর্যালোচনা ও প্রতিবিম্ব প্রক্রিয়া (Participatory Review & Reflection Process) বা সংক্ষেপে পিআরআরপির ১ম দফা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এতে ২০০২ সালের জুন থেকে ২০০৩ সালের জুন পর্যন্ত কার্যক্রমসমূহকে মূল্যায়ন করা হয়েছে। পিআরআরপি হলো নতুন একটি ধারণা যার মধ্য দিয়ে একটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় সংগঠনের বাস্তবায়িত বা বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমের বিভিন্ন দিকের যথার্থতা যাচাই করা হয় এবং এর মধ্য দিয়ে কাজের দুর্বল ও সবল দিকসমূহ চিহ্নিত করা হয়। গত ১৮ মার্চ রাঙামাটিতে অনুষ্ঠিত রিজিয়নাল পার্টনার্স কোঅর্ডিনেশন ফোরামের সভায় পিআরআরপির গাইডলাইন সম্পর্কে প্রথম ঘাসফুল জানতে পারে। পরবর্তীতে এ বিষয়ে কয়েক দফা স্টাফ ওরিয়েন্টেশনের পর জুন মাসে নির্ধারিত আটটি কার্যক্রমের পিআরআরপি করা হয়। বিষয়গুলো হলো স্যাটেলাইট ও স্থায়ী ক্লিনিকে স্বাস্থ্য সেবা, মোগলটুলি উন্নয়ন কেন্দ্র, ইডিবিএম প্রশিক্ষণ, নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণ, নারী ও কন্যা শিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধ করা, এনএফপিই গ্র্যাজুয়েট ও তাদের পরবর্তী সম্পৃক্ততা এবং এসটিডি/এইডস সচেতনতা কর্মসূচি। পিআরআরপি'র এই আটটি সেশনে উপরোক্ত বিষয়সমূহে ঘাসফুলের কার্যক্রম তুলে ধরার পর এর বিভিন্ন দিক যাচাই করা হয়। পিআরআরপি কোর টিমের সদস্যরা এই প্রক্রিয়াকে অত্যন্ত সময়োপযোগী হিসেবে চিহ্নিত করে ভবিষ্যতে এ প্রক্রিয়ায় মনিটরিং কার্যক্রম সম্পন্ন করার ইচ্ছে ব্যক্ত করেছেন।

লোক কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি

দেশের প্রথম প্রশিক্ষণ হলো ঘাসফুলে

দেশে প্রথম বারের মতো লোক কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় ঘাসফুলে। গত ২৬ ও ২৭ মে ঘাসফুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এই প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

ব্রাজিলের নাগরিক পাওলো ফ্রেইরির ধারণাকে ভিত্তি করে ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশে রিফ্লেক্ট কার্যক্রমের সূচনা করে আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা এ্যাকশনএইড বাংলাদেশ। শুরুর এক বছরের মধ্যে এবং চট্টগ্রামে প্রথম বারের মতো রিফ্লেক্ট কর্মসূচির সূচনা করে ঘাসফুল। প্রসঙ্গত, রিফ্লেক্ট হলো ভিন্নধর্মী এক শিক্ষা পদ্ধতি যেখানে গ্রাফিক্স এঁকে এঁকে শিক্ষার্থীরা তাদের পরিচিত জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। যারা প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় আক্ষরিক জ্ঞানার্জনের অধিকার পায়নি তাদের মধ্যে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেয়ার এক অপূর্ব পদ্ধতি হলো এই রিফ্লেক্ট।

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

১৯৯৯ সালে শুরু হওয়া বেসিক সার্কেলগুলো সময়ের পরিক্রমায় পোস্ট সার্কেলে এবং তার মধ্যে ২০০২ সালে দু'টো পোস্ট সার্কেলকে লোক কেন্দ্রে রূপান্তর করা হয়। লোক কেন্দ্র হলো রিফ্লেক্ট কর্মসূচির এক ধরনের পরিণতি বা ফলাফল। লোক কেন্দ্র সার্কেলের অংশগ্রহণকারীদের উদ্যোগে ও সক্রিয় অংশগ্রহণে পরিচালিত হলেও এটা সংশ্লিষ্ট এলাকার একটি সার্বজনীন স্থানে পরিণত হয়। কমিউনিটির যে কোনো ধরনের মানুষ এর সদস্য হয়ে পরিচালনায় অংশ নিতে পারেন।

লোক কেন্দ্র পরিচালনার জন্য দক্ষ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে থাকে। অবশেষে গত ২৬ ও ২৭ মে লোক কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। দেশের বিভিন্ন জেলায় রিফ্লেক্ট কার্যক্রম থাকলেও লোক কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রশিক্ষণ হলো এই প্রথম।

ঘাসফুলের সহায়তায় দু'টো লোক কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে যেগুলোকে এর সদস্যরা নিজেদের এলাকার নামে অর্থাৎ মোগলটুলি উন্নয়ন কেন্দ্র ও আবিদর পাড়া উন্নয়ন কেন্দ্র হিসেবে নামকরণ করেছে। এই দুই উন্নয়ন কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা কমিটির ১১ জন করে মোট ২২ জন সদস্য প্রশিক্ষণে অংশ নেন। ট্যাপ ট্রেইনার শফিকুল সালেহ প্রশিক্ষক হিসেবে দু'দিনে বিভিন্ন সেশন পরিচালনা করেন। এছাড়া, রিফ্লেক্ট কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার রিফ্লেক্ট ট্রেইনাররা এ সময় উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণে লোক কেন্দ্রের সার্বিক ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়। এসব কৌশল অবলম্বন করে লোক কেন্দ্রকে কিভাবে একটি নেতৃস্থানীয় সামাজিক সংগঠনে রূপ দেয়া যায় তার প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনাও এতে প্রদান করা হয়।

আন্তর্জাতিক শিশুশ্রম নিরসন দিবসে

ঘাসফুলের আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

আন্তর্জাতিক শিশুশ্রম নিরসন দিবস উপলক্ষে গত ৩০ এপ্রিল ঘাসফুলের উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ঘাসফুল এটুকেয়ার কে জি স্কুল মিলনায়তনে এসব অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

সংস্থার ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ডবলমুরিং থানা শিক্ষা অফিসার মোঃ রবিউল হোসেন। আলোচনায় অংশ নেন শিক্ষা বিভাগের সমন্বয়কারী সাইফউদ্দিন আহমদ ও লাভলীহুড বিভাগের সমন্বয়কারী সাখাওয়াত হোসেন। অনুষ্ঠান উপস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন শিক্ষা অফিসার আনজুমান বানু লিমা। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি চট্টগ্রাম শিশু একাডেমীর পরিচালক মোস্তারুল আলম তার অনুপস্থিতিতে লিখিত বক্তব্য প্রেরণ করেন। আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, যে বয়সে শিশুদের বগুতুলি ও বই নিয়ে স্কুলে যাওয়ার কথা সে বয়সে তারা হাতুড়ি দিয়ে ইট ভাঙছে। এ দৃশ্যপট বদলে ফেলা দরকার এবং সে লক্ষ্যে এখনই কাজ শুরু করা দরকার বলে তারা মন্তব্য করেন।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করছে ঘাসফুল স্কুলের শিক্ষার্থীরা

আলোচনা সভা শেষে ঘাসফুল এনএফপিই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের আয়োজনে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাংস্কৃতিক পর্বে নাচ ও গান পরিবেশিত হয় এবং শিক্ষা বিভাগের সহকারী কর্মকর্তা আলো চক্রবর্তীর পরিচালনা ও নির্দেশনায় 'রহিমার কথা' নাটিকার মঞ্চায়ন হয়।

৫ম শ্রেণীর শিক্ষিকাদের মৌলিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

ঘাসফুল পরিচালিত এনএফপিই স্কুলের ২য় দফা মৌলিক প্রশিক্ষণ গত ৪-১০ জুন সংগঠনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। স্কুলে শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠ্য বিষয়সমূহকে আকর্ষণীয়, হৃদয়গ্রাহী ও সহজবোধ্য করে তোলার লক্ষ্যে বছরে দু'বার এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

এবারের প্রশিক্ষণে ১০ জন শিক্ষিকা অংশ নেন। ইংরেজী ও গণিত বিষয়ে শিক্ষিকাদের স্বাভাবিক দুর্বলতা কাটিয়ে তাদেরকে পাঠদানে অধিকতর দক্ষ করে তোলা এ প্রশিক্ষণের আরেকটি বিশেষ উদ্দেশ্য। প্রসঙ্গত, ঘাসফুল স্কুলগুলোতে একজন শিক্ষিকাকে সব বিষয়ে পাঠদান করতে হয় বলে তাদেরকে সব বিষয়ে সমভাবে পারদর্শী করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এ প্রশিক্ষণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

শিক্ষা বিভাগের সহকারী কর্মকর্তা আলো চক্রবর্তী প্রশিক্ষণে সহায়কের ভূমিকা পালন করেন এবং অপর সহকারী কর্মকর্তা জোবেদা বেগম কলি তাকে সহযোগিতা করেন।

শিশু অধিকার বিষয়ক মত বিনিময় সভায় ঘাসফুল স্কুলের দুই শিক্ষার্থী

শিশু-কিশোরদের অধিকার বিষয়ক বিভাগীয় কর্মশালার জন্য সি আর সি ডি আয়োজিত মত বিনিময় সভায় ঘাসফুল স্কুলের দু'জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছে। গত ২১ জুন চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে এই মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মত বিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেভ দ্যা চিলড্রেন সুইডেন ও ডেনমার্ক-এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার লেনা কালসন। সেভ দ্যা চিলড্রেন এলায়েন্সের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত মত বিনিময় সভায় ঘাসফুল ধনিয়ালাপাড়া স্কুলের ৫ম শ্রেণীর ছাত্র নুর নবী এবং ছাত্রী হাসি আক্তার অংশগ্রহণ করে। শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের বিভিন্ন অধিকার বঞ্চনার কথা তুলে ধরার পাশাপাশি শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের সুস্থ বিকাশের জন্য তারা বিভিন্ন দাবি উত্থাপন করে।

সাকিবের মাধ্যমিক বৃত্তি লাভ

সাকিব রহমান রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল এন্ড কলেজ থেকে মাধ্যমিক বৃত্তি পরীক্ষায় সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি লাভ করেছে। বর্তমানে সে উক্ত স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র। স্বাধীনতা উত্তর চট্টগ্রামে নারীর ক্ষমতায়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠার অন্যতম অগ্রসেনানী, ঘাসফুলের প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরাণ সাকিবের দাদী। সাকিবের বাবা আফতাবুর রহমান জাফরী এবং মা নাজনীন রহমান নীলু উভয়ই সমাজকর্মী। সে সকলের দোয়াপ্রার্থী।

বর্ষ ২
সংখ্যা ২
এপ্রিল-জুন ২০০৩

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

প্রেস সম্পর্ক ও রিপোর্ট লেখার কৌশল শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

সংবাদ ক্ষেত্রের সাথে বিদ্যমান সম্পর্ক জোরদার এবং প্রতিবেদন লেখার কলা-কৌশলসমূহ করায়ত্ব করার লক্ষ্যে ঘাসফুলের বিভিন্ন বিভাগের অফিসার ও সহকারী অফিসারদের নিয়ে 'প্রেস সম্পর্ক ও রিপোর্ট লেখার কৌশল' শীর্ষক দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ গত ৩ এপ্রিল বৃহস্পতিবার সংগঠনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে সংবাদপত্র ও এর উপাদান, সংবাদ ও এর ধরন, সংবাদযোগ্য ঘটনা, সংবাদ বিজ্ঞপ্তি তৈরী, সংবাদপত্র অফিসের সাথে সম্পর্ক তৈরী ও রক্ষা, সংবাদধর্মী ও সাধারণ প্রতিবেদনের ব্যবধান,

প্রশিক্ষণে সহায়কের ভূমিকায় (ডান থেকে) মোহাম্মদ আলী আজগর চৌধুরী, মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, এ এইচ এম নাসির ও শাহাব উদ্দিন নীপু

প্রতিবেদন তৈরীর পূর্ব প্রস্তুতি ও প্রতিবেদন রচনার কলা-কৌশল, কেস স্টাডি, ফিচার ও নিবন্ধ রচনার কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়। প্রশিক্ষণের এসব বিষয়ে সহায়কের ভূমিকা পালন করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের সভাপতি আলী আজগর চৌধুরী, একই বিভাগের প্রভাষক মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন আরিফ, দৈনিক বীর চট্টগ্রাম মঞ্চের নির্বাহী সম্পাদক এ এইচ এম নাসির এবং ঘাসফুলের প্রোগ্রাম অফিসার শাহাব উদ্দিন নীপু।

সংগঠনের অর্থ ও প্রশাসন বিভাগের প্রধান মফিজুর রহমান সকালে প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন এবং নির্বাহী পরিচালক মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরাণ এর সমাপ্তি টানেন। কবি ও শিল্পী মউদুদুল আলম এতে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। এতে ঘাসফুলের ১৬ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

'বাজেট পরবর্তী তৃণমূল মানুষের ভাবনা' শীর্ষক ঘাসফুলের মত বিনিময় সভায় বক্তারা

বাজেট ঘোষণার ৩ মাস আগে খসড়া বাজেট পেশ করা উচিত

'বাজেট পরবর্তী তৃণমূল মানুষের ভাবনা' শীর্ষক এক মত বিনিময় সভায় বক্তারা বলেছেন, জনগণের টাকায় সরকার প্রতি বছর বাজেট প্রদান করলেও তাতে তৃণমূলের মানুষের মতামতের কোনো প্রতিফলন থাকে না; এবারের বাজেটও তার ব্যতিক্রম নয়। সম্পূরক বাজেট ঘোষণার আগে তার ব্যয়ের খাতসমূহ সাধারণ মানুষকে জানানো দরকার এবং বাজেট ঘোষণার অন্তত তিন মাস আগে খসড়া বাজেট পেশ করা উচিত যাতে জনগণ তাদের মতামত প্রদান করতে পারে।

বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল-এর উদ্যোগে ২২ জুন রোববার নগরীর কদমতলী পোড়া মসজিদ সংলগ্ন আলো সিঁড়ি ক্লাবে এই মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। তৃণমূলের মানুষদের বাজেটের সাথে তাদের সংশ্লিষ্টতা বোঝানো, বাজেটকে তাদের বোধগম্য করা এবং প্রস্তাবিত বাজেটের বিষয়ে তাদের মতামত জানার ত্রিবিধ উদ্দেশ্য নিয়ে এই সভার আয়োজন করা হয়।

বক্তব্য রাখছেন এ্যাকশনএইড বাংলাদেশ-এর প্রোগ্রাম অফিসার মোরশেদ ইমতিয়াজ পাপ্পু

ঘাসফুলের ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মত বিনিময় সভায় 'বাজেট ২০০৩-০৪; আমাদের ভাবনা' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সংগঠনের লাইভলীহুড বিভাগের সমন্বয়কারী সাখাওয়াত হোসেন। আলোচনায় অংশ নেন দাতা সংস্থা এ্যাকশনএইড বাংলাদেশ-এর সহযোগী সমন্বয়কারী এনামুল কবির, প্রোগ্রাম অফিসার মোরশেদ ইমতিয়াজ পাপ্পু, মোগলটুলি বাজার উন্নয়ন কমিটির সদস্য মোহাম্মদ আলী মেম্বারসহ বিভিন্ন তৃণমূল প্রতিনিধি। ঘাসফুলের শিক্ষা বিভাগের সমন্বয়কারী সাইফউদ্দিন আহমদ সভায় প্রাপ্ত সুপারিশমালা উপস্থাপন করেন এবং প্রোগ্রাম অফিসার শাহাব উদ্দিন নীপু স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

সভায় বক্তারা বাজেটের বিভিন্ন ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক আলোচনার পাশাপাশি এ বাজেটকে একটি জনকল্যাণমুখী বাজেটরূপে সংশোধনের লক্ষ্যে বিভিন্ন সুপারিশমালা তুলে ধরেন। তারা প্রতিরক্ষা ব্যয় বৃদ্ধির সমালোচনা করে একটি প্রতিরক্ষা নীতিমালা তৈরী এবং সে অনুযায়ী বাজেট ব্যয়ের খাতসমূহ জনগণকে জানানোর দাবি জানান। শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়া হলেও ক্যান্টনমেন্ট এলাকার স্কুল-কলেজ ও ক্যাডেট কলেজ পরিচালনায় তার বিশাল অংশ চলে যাচ্ছে বলে সমালোচনা করেছেন বক্তারা। তারা নারী উন্নয়নে ব্যয় হ্রাসের সমালোচনা করেন। বক্তারা আরো বলেন, স্কুল পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তি চালুর লক্ষ্যে ১২৮ টি কম্পিউটার ল্যাব স্থাপনের প্রস্তাব প্রশংসনীয় হলেও তার সুষ্ঠ পরিচালনার জন্য দক্ষ প্রশিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করা জরুরী।

উপদেষ্টামণ্ডলী
মিসেস শাহানা আনিস
ডেইজি মওদুদ
এম এইচ ইসলাম নাসির
লুৎফুন্নেসা সেলিম (জিমি)
মিসেস রওশন আরা মোজাফফর (বুলবুল)

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
আফতাবুর রহমান জাফরী

সম্পাদক
মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরাণ

নির্বাহী সম্পাদক
শাহাব উদ্দিন নীপু

সম্পাদকীয় পরিষদ
মফিজুর রহমান
সাখাওয়াত হোসেন
ডাঃ সায়েমা আক্তার
সাইফউদ্দিন আহমদ

সহযোগিতায়
নাসরিন ইসলাম
ইয়াসমীন ইউসুফ
শামীম আরা লুসি

আইসো, ৪ সিডিএ মোমিন রোড, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত এবং শামসুন্নাহার রহমান পরাণ কর্তৃক ঘাসফুল এমসিএইচ এফপি এন্ড এফডি এসোসিয়েশন, ১৩৬১, ডিটি রোড, পশ্চিম মাদারবাড়ী, জিপিও বক্স : ১০৫৭, চট্টগ্রাম-৪০০০, ফোন : ৭১৪৫১৯, E-mail: ghashful @ spnetctg.com হতে প্রকাশিত।